এই সময়

হকার সংগ্রাম কমিটির মুখপত্র

মানবজমিন

প্রথম বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা ।। আগস্ট ২০২৫ ।। বিনিময় ১০ টাকা

শক্তিমান ঘোষের সম্পাদকীয়

আমরা আবার নতুন করে হকার সমাজের মুখপত্র ‘এই সময় মানবজমিন’ পত্রিকা প্রকাশ করলাম। গত পাঁচ দশক জুড়ে কলকাতা, বাংলা এবং ভারতে হকাররা খুব বড় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আন্দোলনের শক্তি হয়ে দেখাদিয়েছে, বিশ্বজোড়া আন্দোলনেও সামিল। ৩০ বছর আগে রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়েছি, জিতেছি। কলকাতার সেই হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মহাকাব্যিক লড়াইতে অনুপ্রাণিত হয়ে উচ্ছেদের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা বহু সংগঠন, সমাজ, ব্যক্তি একজোট হয়ে তৈরি করেছিল উচ্ছেদ বিরোধী যুক্ত মঞ্চ। হকারেরা যে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হতে পারি সেটাও দেখিয়ে দিয়েছিল ১৯৯৬-এর উচ্ছেদের পর ২০০০-এর কলকাতা পৌরসভার নির্বাচন।

২০২৩-এ নয়াদিল্লিতে জি২০ সম্মেলনের পাল্টা উই ২০ সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছেন শক্তিমান ঘোষ

আমাদের ভোটে প্রথম বারের জন্য কলকাতা পৌরসভার ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল বামফ্রন্ট। এতটাই প্রভাবশালী আমরা ছিলাম আজ থেকে ২৫ বছর আগেও। দু’দশক আগে তৈরি হয়েছিল হকারদের নিয়ে জাতীয় নীতি। ২০০৪-এ আমরা কলকাতার রাস্তায় আন্তর্জাতিক সঙ্গঠনগুলোকে নিয়ে বানিয়েছি সেফ স্ট্রিট ফুড জোন। তার ১০ বছর পরে আমাদের তীব্র লড়াই কেন্দ্রিয় সরকারকে বাধ্য করেছে হকারদের জন্য আলাদা করে সংসদে আইন - প্রোটেকশন অব লাইভলিহুড এন্ড রেগুলেশন অব স্ট্রিট ভেন্ডিং এক্ট ২০১৪ পাস করতে। এটা একটা বিশাল বিজয় ছিল বন্ধুরা। আমাদের আওয়াজের প্রতিধ্বনি এতটাই ধাক্কাদেওয়া ছিল, যে আজ আমরা ভারতজুড়ে প্রায় প্রত্যেকটা পৌরসভা, মিউনিসিপ্যালিটিকে বাধ্য

করেছি হকারদের প্রশাসনিক কমিটি টাউন ভেন্ডিং কমিটি তৈরি করতে। ২০১৪র হকার আইন অনুযায়ী এই কমিটিই আলোচনা করে ঠিক করছে শহরে হকারদের ভালমন্দ। গত মাসে রাসেল স্ট্রিটকে আমরা বানিয়েছিল সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক জোন। লড়াই জারি আছে। থাকবে।

কিন্তু এ লড়াই তো আর ৩০ বছরের নয়; লড়াই শুরু হয়েছে আমি যখন স্কুলে পড়ি সে সময় থেকেই। আমার তখন ১৩-১৪ বছর বয়স। আমার বাড়ি বৌবাজারে। একদিকে শিয়ালদহ স্টেশন, অন্যদিকে হাওড়া স্টেশন। প্রতিদিন আঠারো লক্ষ মানুষ যাতায়াত করত এই রাস্তা দিয়ে। তখন বিবাদী বাগের অন্য রমরমা। একই এলাকায় দুটো থানার অস্তিত্ব বৌবাজার থানা আর মুচিপাড়া থানা।

সে সময় ফুটে যারা হকারি করতেন, তাদের ওপর পুলিশ নামিয়ে আনত বেমক্কা অত্যাচার। লাথি মারত, ডালা উলটে দিত, তাড়িয়ে দিত, চোর-গুণ্ডার মত ভ্যানে তুলে নিয়ে যেত। ছোটবেলা থেকে আমি এই দৃশ্য দেখতাম, মনের মধ্যে রাগ জ্বলত ধিকিধিকি। একদিন আমি স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, দেখলাম, একজন হকারের ডালা লাথি দিয়ে ফেলে কলার ধরে পুলিশ গাড়িতে তুলছে। আমার পক্ষে সেটা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ল। বয়স কম হলেও আমি এগিয়ে গিয়ে হকারদের গাড়ি থেকে নামিয়ে গাড়ির সামনে শুইয়ে দিলাম।

১৯৯৬-তে কলকাতার ফুটপাথে অপারেশন সানসাইনে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে হকার সংগঠনের মিছিলে হকার পরিবারের এক শিশু

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় কলকাতার ছাত্র আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, যুব আন্দোলন খুবই সক্রিয় ছিল। আজ জনগণের মধ্যে পুলিশ বিরোধী মনোভাবও খুব প্রবল ছিল। আমার এই প্রতিবাদে চারপাশের সাধারণ মানুষ দল বেঁধে এগিয়ে এল আর পুলিশের সঙ্গে বচসা গণধোলাইতে পরিণত হল। সারা কলকাতায় খবর ছড়িয়ে গেল যে হকারদের ধরে নিয়ে যেতে এসে পুলিশ সাধারণ মানুষের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে।

সেইদিনই সন্ধ্যায় আমি হকারদের নিয়ে মিটিং করে ইউনিয়ন তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিই। নাম দিলাম ক্যালকাটা হকার্স মেন্স ইউনিয়ন। আজ করলে হয়ত অন্য নাম হত। মনে আছে সে সময় রেলওয়ে হকার্স মেন্স ইউনিয়িন বড় সংগ্রাম চালাচ্ছিল। সেই অনুসারে আমি সংগঠনের এই নাম রাখি। সেই বাল্য বয়স থেকেই শুরু হল আমার রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া।

আমার পরিবার রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিল। বাবা জেল খেটেছিলেন ১১ বছর। মা-ও জেলে গিয়েছিলেন। গোটা পরিবার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল। আমার বাড়িতে প্রতিদিন কিছু না কিছু রাজনীতির আলোচনা হত। ছোটবেলা থেকেই আমি সে সব শুনে নিজেকে গড়ে তুলতে পেরেছিলাম।

আমি সেদিনই বলেছিলাম, হকারদের মুক্তি সেদিনই আসবে যেদিন হকারদের জন্য আলাদা আইন হবে। এত কম বয়সে এই ভাবনা কেন এসেছিল আজ ভাবি। কিন্তু সেই সময় থেকে শুরু হয়েছিল কলকাতার হকার আন্দোলন। বিভিন্ন অঞ্চলের ফুড হকারদের ক্যালকাটা হকার্স মেন্স ইউনিয়নের ছাতার তলায় আনছিলাম — বিশেষ করে যারা পুলিশের চাপে ছিল।

১২৯৭১-৭২-এ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তখনও বড় আকারের উচ্ছেদ হয়েছিল। এরপর জরুরি অবস্থার সময় ধর্মতলা — এক সময়ের হকার অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল — সেখানে হকার উচ্ছেদ হয়। তবে সে উচ্ছেদ কিছু দিন স্থায়ী ছিল আবার হকারেরা নিয়মিত বসতে শুরু করল। কিন্তু বড় লড়াই শুরু হয়েছিল যখন শিয়ালদহ ফ্লাইওভার নির্মাণ শুরু হয় ১৯৮১ সালে। পশ্চিমবঙ্গে এটি ছিল প্রথমবারের মতো সেতু নির্মাণের চেষ্টা, আর এর ফলে এক বিশাল উচ্ছেদের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তখন আমরা চারটি ইউনিয়ন মিলে "সেন্ট্রাল ক্যালকাটা হকার সংগ্রাম কমিটি" গঠন করি।

আমরা তখনই ঘোষণা করেছিলাম- "পুনর্বাসন ছাড়া এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেওয়া হবে না"। সেই সময়ের জন্য এটি ছিল

সবচেয়ে বড়স্তরের লড়াই। যেদিন জ্যোতি বসুর উদ্বোধন করার কথা ছিল, আমরা তার আগের দিন রাতেই মহিলাদের সংগঠিত করেছিলাম।

শিয়ালদহ এলাকার মহিলা হকাররা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। সেই সময়ের ডেপুটি পুলিশ কমিশনারও (ডি.সি.) জানতেন যদি আন্দোলন শুরু হয় তাহলে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হবে, এমনকি প্রাণহানির সম্ভাবনাও থাকবে। তাই তিনি আমাকে এবং আমাদের আরেক নেতা কানুবাবুকে আলোচনার নামে ডেকে নেন এবং বলেন যে আমাদের গ্রেপ্তার করা হবে, কারণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে সাথে।

তবে আমাদের গ্রেপ্তার করে মুচিপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ও.সি.)-এর ঘরে বসিয়ে রাখা হয়। আমাদের গ্রেফতার করার সাথে সাথে এই খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাইরে উত্তাল আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। মহিলা হকাররা লালমরিচের গুঁড়ো ব্যাগে ভরে পুলিশকে প্রতিহত করে। এরপর গভীর রাতে যখন পুলিশরা থানায় ফিরেছিলেন তারা ও.সি.-র ঘরে ঢুকে আমাদের নমস্কার করে বলছিলেন যে, আপনারা বোমা মারেননি কিন্তু আপনাদের মহিলারা এক একজন পরমাণু বোমা। পুলিশদের চেহারা বিধ্বস্ত ছিল এবং সারা শরীর লঙ্কার গুঁড়োয় ভরে ছিল। এই লড়াইয়ের পর বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন, আপাততঃ কোন উচ্ছেদ হবে না। আরো ঘোষণা করেন যারা ৭৭ সালের আগে যারা হকারি করতেন তাদের জন্য আমরা চিন্তা করবো। তবে পিচের রাস্তায় কেউ বসবেন না আর ক্রসিং-এর ৫০ ফুটের মধ্যে কেউ বসবেন না।

এর পাশাপাশি বিধানসভার সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিধায়কদের নিয়ে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন "পিটিশন কমিটি" গঠন করা হয় যার চেয়ারম্যান হন বিধানসভার স্পিকার অনিল মুখার্জি এবং সভাপতি হন ডেপুটি স্পিকার এবং সম্পাদক ছিলেন সরল দেব মহাশয়। এটি ছিল দেশের ইতিহাসে প্রথম হকারদের বিষয়ে সরকারি উদ্যোগ। আমরা সেই কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেছিলাম। তখন দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন ওয়াই. বি. চন্দ্রচূড়।

রাজ্য পিটিশন কমিটি বিভিন্ন রাজ্যে হকাদের বিষয়ে বোঝার জন্য পুরো দেশ পরিক্রমা করে এবং ওলগা টোলিস কেসের জাজমেন্টকে এর সাথে যুক্ত করে যে রেকমেন্ডেশন উপস্থাপন করেন তা আমরা এবং সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমর্থন করি। আমাদের দুর্ভাগ্য বামফ্রন্ট সরকার নিজের কমিটির সুপারিশকে বিধানসভায় পাস করে নি। তৎকালীন সময়ে কলকাতা কর্পোরেশন আরও একটা হকার বিষয়ক কমিটি তৈরি করে, যে কমিটির নাম দেওয়া হয় "কনসালটেটিভ কমিটি"। কমিটি চেয়ারম্যান করা হয় মেয়র- ইন- কাউন্সিলের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ডা: কে. পি. ঘোষ মহাশয়কে। এই কমিটি সমস্ত দিক বিবেচনা করে একটি সুপারিশ তৈরি করে। এটিও আমরা এবং সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সমর্থন করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এখানেও কর্পোরেশন তার নিজের কমিটির সুপারিশ মানেনি।

এরপর পরবর্তী সংখ্যায়

গরমে হাঁসফাঁস, হিটওয়েভের মুখোমুখি লড়ছেন হকাররা

অত্রি ভট্টাচার্য

গ্রিনপিস ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশনের সহযোগিতায়, তাদের সর্বশেষ রিপোর্ট "হিটওয়েভ হ্যাভক: স্ট্রিট ভেন্ডারদের উপর প্রভাব অনুসন্ধান" (২০২৪) প্রকাশ করেছে।

মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের ৯২% নারী এবং ৯০% পুরুষ ইনফর্মাল খাতে কাজ করেন, যা দেশের মোট শ্রমশক্তির ৯০% এরও বেশি। আগামী বছরগুলিতে তাপপ্রবাহ আরও ঘন ঘন তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যার ফলে ভারতের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ চরম তাপের ধ্বংসাত্মক প্রভাবের মুখোমুখি হবেন।

এই রিপোর্টে ভারতের সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম ভয়াবহ তাপপ্রবাহের সময় ৭০০ জনেরও বেশি স্ট্রিট ভেন্ডারের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। ফলাফলে দেখা গেছে, দিল্লিতে চরম তাপপ্রবাহ স্ট্রিট ভেন্ডারদের জীবিকায় গুরুতর চ্যালেঞ্জ ও প্রভাব ফেলেছে। গ্রিনপিস ইন্ডিয়ার ৯ জন স্বেচ্ছাসেবক ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশনের সাথে দিল্লিতে তথ্য সংগ্রহ করেন, যা পরে গবেষকদের দ্বারা পরিমাণগত ডেটায় রূপান্তরিত হয়।

গ্রিনপিস ইন্ডিয়ার প্রচারক সেলোমি গার্নাইক বলেন, "বাইরে কাজ করা শ্রমিকরা ঘরের ভেতরে কাজ করা লোকজনের তুলনায় প্রচণ্ড রোদে অনেক গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখোমুখি হন। আমরা এনডিএমএ-কে তাপপ্রবাহকে জাতীয় দুর্যোগ ঘোষণা করার আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে অভিযোজন, প্রশমন ও ত্রাণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল নিশ্চিতকরাযায়।বর্তমানে,তাপপ্রবাহসংক্রান্তকর্মপরিকল্পনাগুলো শুধুমাত্র পরামর্শমূলক এবং এগুলোর জন্য তহবিল ও আইনি দায়বদ্ধতা প্রয়োজন। বাইরে কাজ করা শ্রমিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের রিপোর্টে স্ট্রিট ভেন্ডারদের সহায়তার জন্য একটি নীতিমালা কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে জলবায়ুর ক্ষতির জন্য ঐতিহাসিকভাবে দায়ী জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিগুলো, বিশেষ করে বৈশ্বিক কোম্পানিগুলো, এরাই এই অভিযোজন নীতির জন্য অর্থ প্রদান করবে। এছাড়াও, পানীয় জল, স্যানিটেশন ও কুলিং সেন্টারের মতো প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান এবং তাপপ্রবাহের কারণে আয়ের ক্ষতি ও অতিরিক্ত খরচের জন্য ভেন্ডারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার একটি বিশেষ তহবিল গঠনেরও সুপারিশ করা হয়েছে।"

গবেষক মনোরঞ্জন বলেন, "হিটওয়েভ হ্যাভক রিপোর্ট সম্ভবত প্রথম গবেষণা যা দিল্লির স্ট্রিট ভেন্ডারদের উপর তাপপ্রবাহের প্রভাব নিয়ে আলোকপাত করে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য ঝুঁকি, জীবিকার চ্যালেঞ্জ ও অভিযোজন কৌশলগুলোর দিকে। এতে দেখা গেছে যে ৮২.৭৪% ভেন্ডারদের তাপপ্রবাহ

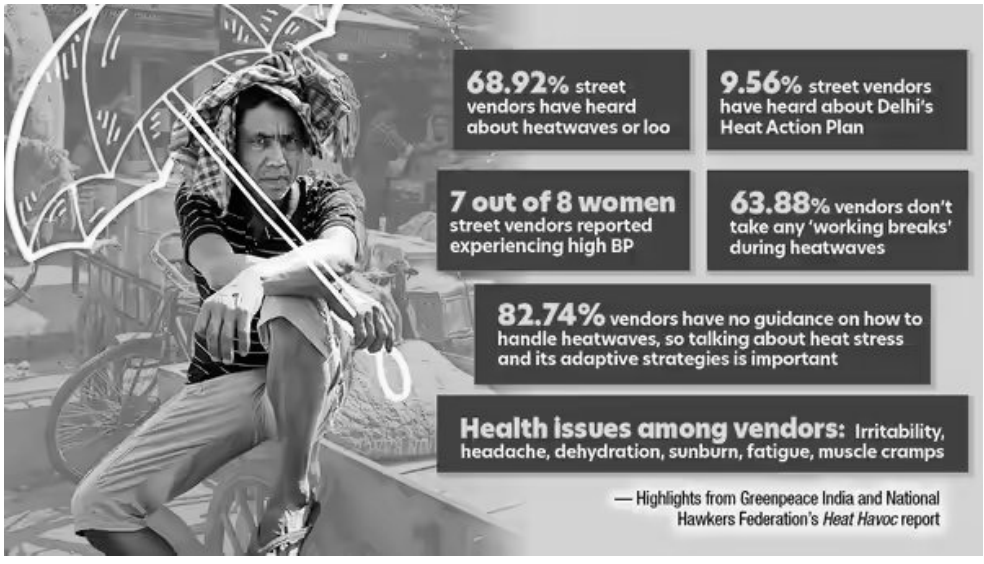

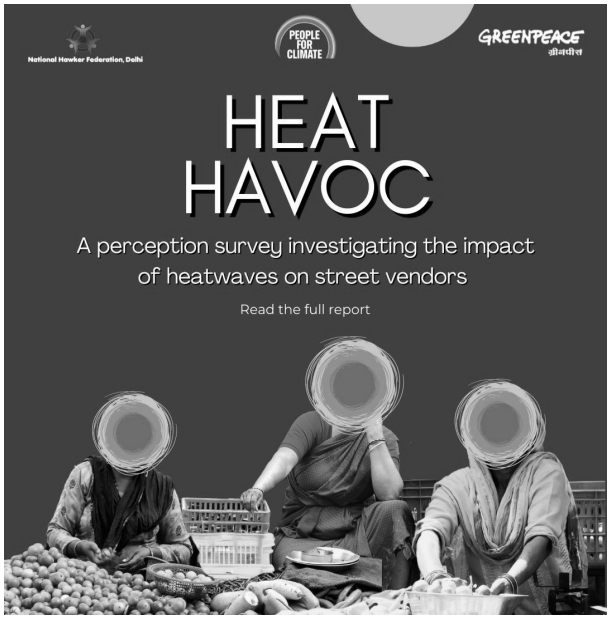

মোকাবিলার জন্য কোনো নির্দেশিকা নেই এবং ৭১.০৫% ভেন্ডার জরুরি অবস্থায় চিকিৎসা সহায়তা পেতে সংগ্রাম করেন। গবেষণাটি পানীয় জল ও বিশ্রামাগারের মতো ভেন্ডারদের চাহিদাগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সুপারিশ করেছে। এছাড়াও, দিল্লি হিট অ্যাকশন প্ল্যান কর্তৃপক্ষকে ভেন্ডার ও অন্যান্য বাইরের শ্রমিকদের সাথে ব্যাপকভাবে আলোচনা করে তাদের দুর্বলতাগুলো সমাধানের আহ্বান জানানো হয়েছে।"

ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশন এই মতামতগুলোর সাথে একমত পোষণ করে এবং স্থানীয় সরকার ও নীতিনির্ধারকদের স্ট্রিট ভেন্ডারদের অনন্য চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত ও সমাধানের তাত্ক্ষণিক প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশন কর্মীরা বলেন, "৭০০ জনেরও বেশি উত্তরদাতার দেওয়া তথ্য তাদের স্বাস্থ্য, উৎপাদনশীলতা ও জীবিকার উপর ভয়াবহ প্রভাব তুলে ধরে। আমরা অবিলম্বে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করছি, যার মধ্যে বাজারে প্রয়োজনীয় সুবিধা সহ হিট শেল্টার স্থাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্ট্রিট ভেন্ডারদের 'গ্রিন ওয়ারিয়র' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক, কারণ তাদের কার্বন নিঃসরণ প্রায় শূন্য। তাদের সচেতনতা ও সুরক্ষা কিট প্রদান করা এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।"

কলকাতা শহরে এমন একটি শ্রমনিবিড় স্থান হল, গড়িয়াহাট চত্বর। এখানেও তথাকথিত 'বাম' শাসনকালে অপারেশন সানসাইন, নামক কুৎসিত নগরায়ন প্রকল্পকে সামনে রেখে, ভদ্রবিত্তদের প্রিয়তম সংবাদসংস্থা আনন্দবাজার গোষ্ঠীকে দিয়ে গণসম্মতি উৎপাদন করে, পুলিশি নিপীড়নের মাধ্যমে হকার উচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে। পরবর্তীতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে তারা ফুটপাতে হকারী করবার আইনি অধিকার, দ্য স্ট্রিট ভেন্ডারস (প্রটেক্সন অফ লাইভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেশন অফ স্ট্রিট ভেন্ডিং) অ্যাক্ট, ২০১৪ অর্জন করেছেন। কিন্তু, বাঙালি ভদ্রবিত্তের ইতিহাসলিখন ভদ্রবিত্তকেন্দ্রিক হওয়ায় গড়িয়াহাটের পথহকারের সংগ্রাম, 'হে-মার্কেট' চত্বরের শ্রমিক জমায়েতের তুলনায় কম আলোচ্য সংগ্রাম হিসেবেই থেকে গিয়েছে।

তাই, মে - দিবসের প্রাক্কালে গড়িয়াহাট ফুটপাতের কিছু হকারবন্ধুদের সাথে ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশনের তরফে কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলাপচারিতা করতে পৌঁছাই। আমার অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য ছিল, শ্রমনিবিড় পেশা হিসেবে ফুটপাতে হকারীর কয়েকটি বস্তুগত সত্যকে আমাদের সমসময়ের নিরিখে জানা।

টেবিলক্লথ, বেডকভার বিক্রেতা এবং গড়িয়াহাট ইন্দিরা হকার্স ইউনিয়নের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সুমন সাহা জানান, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কাজ করা তাদের অনেকেরই 'স্বাস্থ্য' সুরক্ষিত নয়। নেই ব্যক্তিগত মেডিক্লেম, জীবনবিমা। বিগত দু-তিনবছরে ক্রমাগত বাড়তে থাকা তীব্র দাবদাহের মরশুমে, তাদের দোকানদারী তেমন চলছেনা। যা বিক্রিবাটা হয়, সন্ধ্যের পর। প্রতিনিয়ত ঘামতে থাকা নাজেহাল অবস্থায়, হকারি করতে হয় তাদের। দোকান খুলতে গিয়ে মাথা ঘুরে গিয়ে মাটিতে বসে থাকছেন তারা। প্রশাসনের প্রতি খানি অনুযোগের সুরেই তিনি বলেন, 'স্থানীয় থানা কি পারে না দুটো ওআরএসের প্যাকেট হকারদের দোকানে দোকানে পৌঁছে দিতে?' তিনি আরো বলেন, বর্তমানে রাজ্যের শাসকদলকে তিনি সমর্থন করেন। কিন্তু, এই ভয়াবহ গরমে হকারদের বেচাকেনার হালহকিকত জানতে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস নয়, কোনো রাজনৈতিক দলই তাদের কাছে আসছেন না।

মহিলাদের রেডিমেড গার্মেন্টসের বিক্রেতা মনোরঞ্জন মন্ডল জানিয়েছেন, সুভাষগ্রাম, গড়িয়া, সোনারপুর থেকে দূরপাল্লা ট্রেনে নিত্যযাত্রী হয়ে আসা হকারেরা সানস্ট্রোকের ভয় পাচ্ছেন। তিনি চান, প্রশাসন হকারদের দোকানের ছাউনি বাড়ানোর সুযোগ দিক। এবং, সেই ছাউনিতে প্লাইউডের আস্তরণ তৈরী করে দিক। এতে গ্রীষ্মকালে, বর্ষাকালে দুই ঋতুতেই তারা শান্তিতে হকারী করতে পারবেন বলে তার মত। তাকে, নোটবন্দি, কোভিড মহামারী এবং ডিজিটাল অ্যাপনির্ভর কেনাবেচার ত্রিমুখী কিভাবে হকারদের আর্থব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে, তা জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন- ক্রেতারা ওদিকে (ডিজিটাল কেনাবেচা অথবা শপিং মলের) দিকে ঝুঁকলেও, হাতে দেখে জিনিস কেনার তাগিদেই আজও গড়িয়াহাটে আসছেন। তার মতে, এক পণ্য অর্ডার করে অন্য পণ্য বাড়িতে চলে আসায় ক্রেতারা ডিজিটাল কেনাবেচায়

বিশেষ ভরসা রাখতে পারছেন না। এছাড়াও দীর্ঘদিনের ক্রেতা-বিক্রেতার আত্মিক সম্পর্কও একটি জরুরী বিষয়। তার ভাষায়, 'কাস্টমাররা (ন্যাড়া) অ্যামাজন-ফ্লিপকার্টের বেলতলায় বারবার যাচ্ছে না'।

কাপড়ের ব্যাগবিক্রেতা প্রবীণ হকার দিলীপকৃষ্ণ দাস, এই প্রবল গরমে প্রতিমুহূর্তে মুখে জলের ঝাপটা দিয়েই দোকান চালাচ্ছেন, দিন গুজরান করছেন। যে জিনিস কিনে এনে তিনি বেচেন, পরবর্তীতে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করতে হয় তাকে। ক্রমশ ক্ষয়ে যায় জমানো পুঁজি। তিনি জানিয়েছেন, অসংগঠিত শ্রমিক হিসেবে তার দাবী নামমাত্র ভাতা নয়। তিনি চান তার ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য কম সুদে ক্ষুদ্রঋণের বাস্তুতন্ত্র। যার 'গ্যারান্টার' থাকবে সরকার। গরম থেকে হকারদের বাঁচাতে, তার নিদান হল টিন বা লোহার বর্তমান কাঠামো ছেড়ে, পুনরায় পুরোনো কাঠ বা বাঁশের দোকানের কাঠামোতে ফেরত যাওয়া। যদি তা না সম্ভব হয়, তবে দোকানকে ঘাস বা শণের খসখস দিয়ে মোড়ার কথা বলছেন বহু ঝাড়ঝাপটা, দাবদাহে ফুটপাত আগলানো দিলীপকৃষ্ণ।

হেনরি লেফ্রেবের যে 'রাইট টু সিটি' বা 'শহরের অধিকার' অবধারণাটি নিয়ে যে আলোচনা শুরু করেছিলাম, তা হল একটি শহর যে মানবসম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে, তা তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পদের অধিকারের চেয়ে অনেক বেশি; এটি নগরায়নের প্রক্রিয়াগুলিকে আরো গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়ার একটি সম্মিলিত অধিকারও। হকারদের' মত যারা নাগরিক সম্প্রদায়ের কাছে 'তুচ্ছ' জীব, তারা প্রায়শই নগর নীতি নির্ধারণ এবং পরিকল্পনার মতো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে সীমিত প্রবেশাধিকার পান। এর ফলে নগর পরিকল্পনায় তাদের সীমিত প্রতিনিধিত্ব থাকে। অথচ, ফুটপাত তাদের। এ শহরের বুকে আদপে তারা সংখ্যালঘু অথবা, প্রান্তিক কোনটাই নন।

তদুপরি, 'গ্লোবাল সাউথ' নাম বৈশ্বিক অঞ্চলটিতে, যেখানে নাগরিক জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ অসংগঠিত অর্থনীতিতে নিযুক্ত: শহুরে কর্মসংস্থানের ৫০ থেকে ৮০ শতাংশই তাই। আফ্রিকার শহুরে এলাকায় ৭৫ শতাংশেরও বেশি, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ৫১ শতাংশেরও বেশি শহুরে কর্মসংস্থানের এবং ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে শহুরে কর্মসংস্থানের ৫০ শতাংশে অসংগঠিত কর্মসংস্থান রয়েছে। অন্ততপক্ষে, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) র- ২০১৮ র রিপোর্ট তাই বলছে। সুতরাং, বৈশ্বিক দক্ষিণে (গ্লোবাল সাউথে) অসংগঠিত শ্রমিকের অর্থনীতি এবং নাগরিক দারিদ্র্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই যোগসূত্রটিকে ব্যবহার করে শহর ও আধা-শহর অঞ্চলে বৃহৎপুঁজির বিনিয়োগ স্তরের বাইরে থাকা সম্প্রদায় (যেমন: বাংলার হকার-কারিগর-চাষী বর্গের মানুষেরা) তাদের আর্থব্যবস্থা সম্পর্কে জনমানসে আরও সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রদান করতে হবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের অর্থনীতিতে কর্মরত শ্রমসম্প্রদায়ের মধ্যে যাদের কার্যকলাপ জনসাধারণের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি দৃশ্যমান এবং প্রয়োজনীয়, তারা হলেন ফুটপাতের বিক্রেতা হকার এবং বর্জ্য সংগ্রহকারী শ্রমিকেরা। এছাড়াও শহরাঞ্চলে অসংগঠিত শ্রমিকদের একটি বড় অংশ, নারী গৃহশ্রমিকেরা, যারা দৃষ্টির বাইরে থাকেন এবং প্রায়শই 'শ্রমিক' হিসেবে স্বীকৃতও হন না।

জলবায়ু সংকটের বিপ্রতীপে প্রয়োজনীয় 'ক্লাইমেট জাস্টিসের' জন্য রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা, বিশেষ করে এদেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমশক্তির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত দৃশ্যমান। অপর্যাপ্ত রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে জলবায়ু সংকটের বিষয়টি। প্রায়শই বিষয়টি সম্পর্কে অগ্রাধিকারের অভাব দেখা যায় এবং আর্থিক সম্পদ ও কর্মীদের পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাব দেখা যায়। একমাত্র অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির প্রয়োগ, এবং সামাজিক ভাবে মধ্যবিত্ত নয়, অভদ্রবিত্ত পেশাজীবী সামাজিক নেতৃত্বের উঠে আসাই এই নিষ্ক্রিয়তা কাটাতে পারে। যার দ্বারা নতুন 'নীতিগত পদক্ষেপ' তৈরি হতে পারে। একথা মনে রাখা প্রয়োজন, যে হকার-চাষী-কারিগর ব্যবস্থা একটি স্বতন্ত্র উৎপাদন

উদগীরণ সমানুপাতিক নয়। এই উৎপাদন ব্যবস্থাই একমাত্র পরিবেশবান্ধব 'জিরো-কার্বন-ফুটপ্রিন্ট' এর উৎপাদন ব্যবস্থা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং, এই মে দিবসের শপথ হোক, হকার-চাষী-কারিগর আর্থব্যবস্থার রাষ্ট্রনিরপেক্ষ সংরক্ষণ, যাতে তাদের অজান্তেই জলবায়ু উদ্বাস্তু (ক্লাইমেট রিফিউজি) তে পরিণত হতে না হয়। দেদার উন্নয়নমুখী অর্থনীতির বিনাশকারী উচ্ছেদের ঢক্কানিনাদ পেরিয়ে প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষার্থে সবুজ অর্থনীতির বিকাশ প্রার্থনা করি।

ব্যবস্থা। এমনকি এনাদের নিজস্ব বাস্তুতন্ত্র, নিজস্ব সংবহন মাধ্যম। এখানে কর্পোরেট বহুজাতিক অনুপ্রবেশ যতদিন কম থাকবে, ততদিন বিদ্যুতের ব্যবহার কম থাকবে। যতদিন বিদ্যুত খুব সাধারণ মাত্রায় ব্যবহৃত হবে, বা প্রায় হবেই না, যা এই উৎপাদন ব্যবস্থায়, এই সংবহনতন্ত্রে অত্যন্ত সহজ একটি ব্যপার, ততদিন এই উৎপাদন ব্যবস্থাই একমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে এই দুনিয়ায় টিকে থাকবে, যেখানে উৎপাদনশীলতা আর কার্বনের

এই প্রতিবেদন লিখতে পারার জন্য অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাই ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব শক্তিমান ঘোষকে এবং জ্ঞানগঞ্জ গবেষণা দলের সর্বক্ষণের সঙ্গী, বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্রশিল্পী সঙ্ঘের সংগঠক বিশ্বেন্দু নন্দকে

নয়াদিল্লিতে ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশনের দপ্তর উদ্বোধনে সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী এবং ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশনের সহ-সভাপতি কমলেশ মিশ্র এবং অন্য হকার নেতৃত্ব

হকারদের দিল্লির রাজ্যপালের দপ্তর ঘেরাও

শপথ ছিল

উজ্জ্বল সেনগুপ্ত

শপথ ছিল সবাই মিলে
বদলাবো এই দেশটাকে
অগ্নিতেজে জ্বালিয়ে দেবো
ভেদাভেদের রেশটাকে।

উঁচু-নিচু জমিনগুলো
সমতলের রূপ দেবো,
শ্রমিক-কৃষক- হকার-বেকার
বঞ্চিতদের হিসাব নেবো।

শপথ ছিল আগাছা ছেঁটে
বুনবো সাধের কল্পতরু,
ফুল ফোটাবে পতিত জমিন
শীতল হবে তৃষিত মরু।

সাধ ছিলো খুব ত্রাসের দেশটি
ভাঙবো মোরা নিঠুর হাতে,
নতুন করে গড়বো দেশ এক
হাত মিলিয়ে সবার সাথে।

কলকাতা সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত রাখার অঙ্গীকার

রাসেল স্ট্রিটে

১০০ ফুড স্ট্রিট হাব উদ্বোধন করেন মহানাগরিক ও নগরউন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় ফিরহাদ হাকিম, উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র শ্রী অতীন ঘোষ, মেম্বার অফ কাউন্সিল শ্রী দেবাশিস কুমার, চিফ মেডিক্যাল হেলথ অফিসার, স্থানীয় কাউন্সিলর ও অন্য পৌর আধিকারিকরা

পরিবেশ ও জনস্বাস্থ রক্ষার্থে ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন (NHF), কলকাতার সংগ্রামী হকার সংগঠন হকার সংগ্রাম কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কলকাতা পৌরসংস্থা (KMC)-র যৌথ উদ্যোগে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক (Single Use Plastic) বর্জিত স্ট্রিট ফুড হাবের এক অনন্য প্রকল্প চালু হয়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপের সূচনা হলো ৩০শে জুলাই ২০২৫ রাসেল স্ট্রিটে। পাইলট প্রকল্পের প্রথম ধাপ হিসেবে, রাসেল স্ট্রিটে '১০০-ফুড স্ট্রিট হাব' উদ্বোধন হয় ৩০ জুলাই, ২০২৫। এই উদ্যোগটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রকের যৌথ নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই পরিকল্পনায় সারা দেশের ১০০টি জেলায় ১০০টি ফুড স্ট্রিট হাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাস্তার খাবারে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতার মানোন্নয়ন, স্থানীয় কর্মসংস্থান, পর্যটন ও অর্থনীতির সুষম বিকাশ। কলকাতার রাসেল স্ট্রিটই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ফুটপাথ, যেখানে এই মডেলটি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হল কলকাতা পৌর সংস্থার আগ্রহে। হাবের উদ্বোধন করেন মেয়র ও নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় ফিরহাদ হাকিম। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র শ্রী অতীন ঘোষ, মেম্বার অফ কাউন্সিল শ্রী দেবাশিস কুমার, চিফ মেডিক্যাল হেলথ অফিসার, স্থানীয় কাউন্সিলর ও অন্যান্য পৌর আধিকারিকরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে আসা অতিথিরা তাঁদের ভাষণে বলেন, একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের কেন্দ্র গড়ে তুলতে হলে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পরিহার করা একান্ত জরুরি। তাঁরা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, রাসেল স্ট্রিট ফুড হাব সম্পূর্ণরূপে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক মুক্ত (SUP-Free) হবে। এর জন্য চালু হবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য স্টিলের বাসনপত্র এবং একটি ডিশওয়াশিং সেন্টার যা ওই বাসনপত্র স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ধুতে ব্যবহৃত হবে। এই পুরো বিষয়টি তদারকির দায়িত্বে থাকবেন রাসেল স্ট্রিটের পথবিক্রেতা সংগঠন। অনুষ্ঠানের সময় রাসেল স্ট্রিটে কাজ করা ৩২ জন পথবিক্রেতাকে কলকাতা পৌরসংস্থার তরফ থেকে ফুড সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। আগত অতিথিদল বিভিন্ন ফুডস্টল ঘুরে দেখেন, হকারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং এই সাফল্যের জন্য সমগ্র সংগঠনকে অভিনন্দন জানান। তাঁরা পরিবেশবান্ধব স্টিলের বাসনপত্র ও ডিশওয়াশিং সেন্টারের কার্যকারিতা সম্পর্কেও কথা বলেন যা শহরের স্ট্রিট ফুডের পরিবেশে এক দীর্ঘস্থায়ী, পরিচ্ছন্ন ও নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

রাজস্থানে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক-বিহীন বাজার: হকারদের নতুন অর্জন

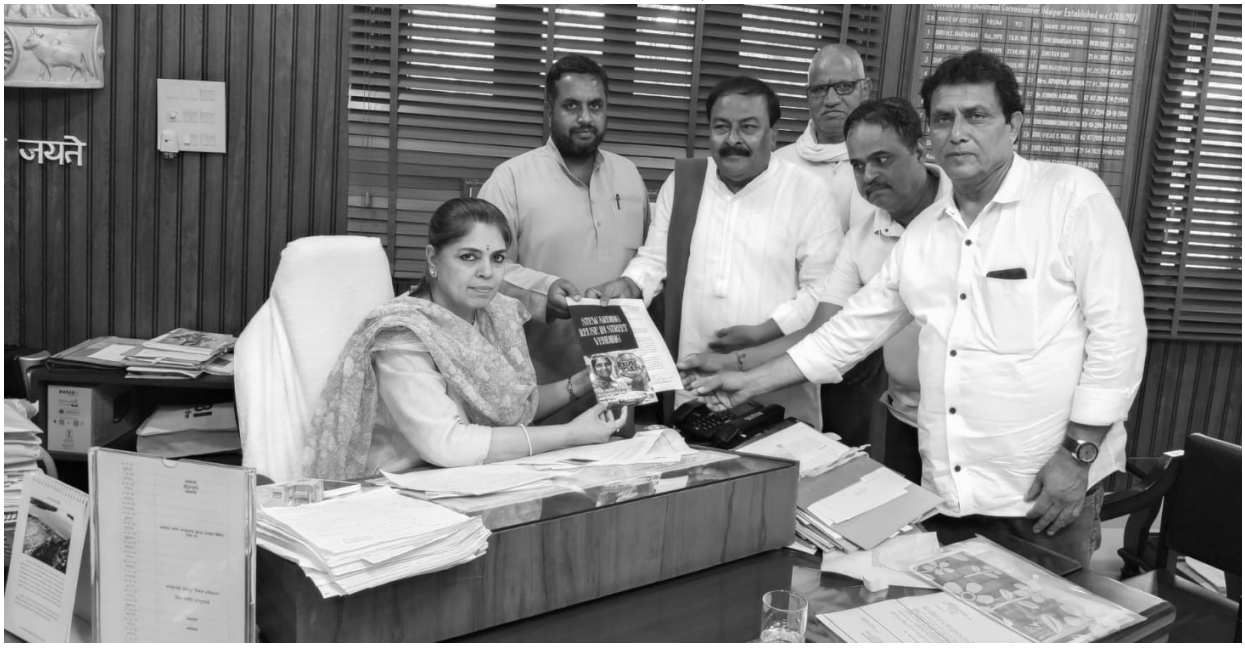

মাদের সকলের নেতা ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক, শ্রী শক্তিমান ঘোষ রাজস্থানের উদয়পুর, জয়পুর, আজমীর এবং রাজসমন্দ জেলা পরিদর্শন করেছেন। তিনি রাজ্যের মন্ত্রী, পৌর কমিশনার এবং জয়পুরের পৌর হেরিটেজের চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করেছেন।

ভেন্ডিং অ্যাক্ট বাস্তবায়নের পাশাপাশি, তিনি উদয়পুরের কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনার প্রজ্ঞা কেওয়াল রামানীরও সাথে দেখা করেছেন। তিনি কালেক্টর এবং পৌর কমিশনারের সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন। তারা উদয়পুরে দুটি ফুড জোন নির্মাণ করতে সম্মত হয়েছেন।

এই ফুড জোনে প্লাস্টিকের কোনো ব্যবহার থাকবে না। একইভাবে, ভেন্ডিং জোনের সবজি বাজারে, সবজি বাজারের সমস্ত সবজি এবং খাদ্য বিক্রেতারা প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার না করতে সম্মত হয়েছেন। তারা তাদের পণ্য গ্রাহকদের বহনকারী ব্যাগ দেবেন। তার সাথে, সমগ্র ভেন্ডিং জোনে, একটি প্লাস্টিক মুক্ত এলাকা তৈরি করা হবে। সংগঠনের পক্ষে এই ধরনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং সমস্ত বিক্রেতাদের রাজি করানো হয়েছে। এখন কাপড়ের ব্যাগ বানানো হচ্ছে।

পৌর কমিশন সমস্ত বিক্রেতাদের কাপড়ের ব্যাগ সরবরাহ করছে। জাতীয় হকার ফেডারেশন দীর্ঘদিন ধরে ভারতকে কোল ফ্রি, প্লাস্টিক ফ্রি এবং পরিবেশ সুরক্ষায় জীবাশ্ম জ্বালানিমুক্ত করার অভিমুখে কাজ করছে। রাজস্থানের উদয়পুরে জলবায়ু ন্যায়ের তাগিদে, প্লাস্টিক মুক্ত অঞ্চল ও পুনর্ব্যবহারের জন্য বাজার তৈরীর কাজ জাতীয় হকার ফেডারেশন সমগ্র করছে। এই প্রসঙ্গে জাতীয় হকার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শক্তিমান ঘোষ রাজস্থানের উদয়পুর, রাজসমন্দ, আজমীর এবং জয়পুর জেলা পরিদর্শন করেছেন। তারা রাস্তার বিক্রেতাদের পাশাপাশি উদয়পুরের বিভাগীয় কমিশনার, কালেক্টর, উদয়পুরের পৌর কমিশনার এবং রাজসমন্দের পৌর কমিশনারের সাথে দেখা করেছেন।

এই বিষয়ে তারা কালেক্টর এবং বিভাগীয় কমিশনারকে একটি প্লাস্টিক মুক্ত পরিকল্পনা দেখান এবং কালেক্টর ও বিভাগীয় কমিশনার এবং পৌর কমিশনার উদয়পুরের ফুড জোন এবং রাজসমন্দেও একটি প্লাস্টিক মুক্ত জোন তৈরিতে সম্মত হন এবং এই সংযোগে কর্মসূচি চলমান রয়েছে। আইইসি কার্যক্রমও করেছে জাতীয় হকার ফেডারেশন রাজস্থান, এর ইউনিট ইনচার্জ হিসাবে আমি, ইয়াকুব মোহাম্মদ কাজ করছি। আমরা বিভিন্ন ভেন্ডিং জোনে বিক্রেতাদের সাথে কথোপকথন করেছি এবং বিক্রেতাদের পাশাপাশি তাদের গ্রাহকদের, উদয়পুরের রাজসমন্দ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অফিসারদের সাথে প্লাস্টিক মুক্ত অঞ্চলের সচেতনতা তৈরির জন্য আইইসি কার্যক্রম পরিচালনা করছি।

মহম্মদ ইয়াকুব, ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের রাজস্থান শাখার সাধারণ সম্পাদক

‘রাস্তায় হকারি সাংবিধানিক অধিকার’

রাতজুড়ে রাস্তায় দেশের ছোট ছোট উৎপাদক, চাষী, কারিগরদের উৎপন্ন দৈনিন্দিনের দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি আর ফেরি করার অধিকার স্বাধীন ভারতের সংবিধানের দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার। যাতে প্রতিটি ভারতীয় আত্মসম্মানের সাথে কর্মসংস্থান পেতে পারে এবং তাদের পরিবারের যত্ন নিতে পারে। এটি আজ থেকে নয়, অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পুঁজিবাদ প্রাধান্য পেতে থাকে। স্বাধীনতার পর, দীর্ঘকাল ধরে এই ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সংবিধান দ্বারা তাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত অধিকার দেওয়া হয়, সংবিধানের ১৯ (১) ৬ অনুচ্ছেদ প্রতিটি নাগরিককে তাদের পছন্দের যেকোনো জায়গায় ব্যবসা, বাণিজ্য, পেশা গ্রহণ করার অধিকার দেয়। পথহকার আইন ২০১৪, সরকারকে বেকারত্ব এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। সরকারের উচিত হকারদের সততার সাথে কাজ করার অধিকারও রক্ষা করা। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল, এটা নিশ্চিত করা যে শহর ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর এই গুরুত্বপূর্ণ, স্ব-কর্মসংস্থানকারী অংশকে জাতীয়, রাজ্য এবং স্থানীয় পর্যায়ে শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের অবদানের জন্য স্বীকৃতি তারা যেন পান।

ভারতে, এই রাস্তায় বিক্রি করা ব্যক্তিরা প্রতিদিন পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন দ্বারা নিয়মিতভাবে হয়রানির শিকার হন। এই পেশাটি আমাদের সুপ্রিম কোর্ট, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার দ্বারা স্বীকৃত। তাদের অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে, জাতীয় নীতি ২০০৪, জাতীয় নীতিগত অবস্থান এবং রাস্তার বিক্রেতা (জীবিকা সুরক্ষা এবং বিক্রি নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৪ এর অধীনে তাদের অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে।

তারা দখলদার নন। তারা স্বল্প পুঁজিতে একটি বড় ব্যবসা লালন করেন এবং দেশের উন্নয়নে গতি আনেন। রাস্তার বিক্রেতা আইন ২০১৪- এর পরেও কেন রাস্তার বিক্রেতারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত? এর মূল কারণ হল সরকার এবং প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাব। সরকার এবং প্রশাসন চাইলে এই অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ঘটাতে পারে, যা সরকারকে অনেক সাহায্য করতে পারে। সরকারের উচিত কোনও দুর্নীতি ও হয়রানি ছাড়াই যথাযথ ব্যবস্থা করে, হকারদের শারীরিক ও আইনি অধিকার প্রদান করা এবং তাদের ব্যবসা করার জন্য একটি ভালো পরিবেশ প্রদান করা।

অনিল বক্সি, কনভেনর, ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন, দিল্লী

হাইকোর্টের আদেশে নিউটাউনের হকাদের বিশাল জয়

সম্প্রতি মাননীয় হাইকোর্টের আদেশে এনকেডিএ কর্তৃপক্ষের কাছে হকারদের সমস্যাগুলির সমাধান নিয়ে মহানাগরিক, নগরউন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় ফিরহাদ হাকিম, নগরউন্নয়ন দপ্তরের স্পেশাল সেক্রেটারি এবং প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারির সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করে ডেপুটেশন দিলেন শক্তিমান ঘোষ এবং অন্য হকার নেতারা। মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিউটাউনের হকারদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করবেন এনকেডিএ চেয়ারম্যান।

শক্তিদার অনুপ্রেরণায় নিউটাউনে হকার সংগ্রাম কমিটি এগিয়ে চলছে, এগিয়ে যাবে - রমণী হালদার

২০১১ সালে আমি হকার সংগ্রাম কমিটির সাথে যুক্ত হই। আমার টার্মিনাস বিল্ডিং এর কাছে একটি মুদি দোকান ছিল। হিডকোর লোকেরা তখন ফুটপাথের দোকানগুলোর উপর ভীষণ অত্যাচার করতো। দোকানদারগুলো থেকে চাল, ডাল, তেল, নুন, রাস্তায় ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে নষ্ট করে দিত এবং বিশ্রী গালাগালি করতো হিডকোর অফিসাররা। কিছুদিন বাদে বাদেই হিডকোর অফিসাররা হকারদের উপর এই রকম অত্যাচার করতো। এভাবে আমরা দোকানটাও বেশ কয়েকবার ভাঙচুর হয়। ইতিমধ্যে ২০১১ সালেই ডি. এল. এফ.- ১ এ হকার সংগ্রাম কমিটির নেতা শক্তিমান ঘোষের নেতৃত্বে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে একটা মিছিল হয়। সেই মিছিলে আমিও অংশগ্রহণ করি পরবর্তী সময়ে শক্তিমান ঘোষের সংস্পর্শে আসার পর এবং তার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর আমার মনে হয় একমাত্র হকার সংগ্রাম কমিটিই পারে এই হকারদের রক্ষা করতে। আমি মনে করি শক্তিমান ঘোষ হকারদের বাবা-মা এবং ভবিষ্যৎ। তিনি হকারদের পাশে থেকে ভগবানের মতো কাজ করে যাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে আমরা আর একজন লড়াকু নেতৃত্বকে হারিয়েছি, তাকে মনে না করলে আমার ভুল হবে। তিনি হলেন কীর্তিমান ঘোষ। আমি যদিও বা মাঝেমধ্যে বসে পড়ছিলাম,সংগঠনের কাজে ঠিক মত সময় দিচ্ছিলাম না কিন্তু তিনি আমাকে সবসময় সচল রেখেছেন, বসে যেতে দেননি। তার জন্য আমি আজও পর্যন্ত সংগঠনে সচল আছি। যাই হোক বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্যান্য অঞ্চলের হকারদের যা পরিস্থিতি নিউটনের পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ আলাদা। এই অঞ্চল বেশ কিছুদিন হলো কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্মার্ট সিটি ঘোষিত হয়েছে। সেই জন্য হিডকো এবং এন.কে. ডি.এ.-এর প্রশাসনিক কর্তারা চায় না যে ফুটপাতে ঝুপড়ি থাকুক। কিন্তু প্রশ্ন হল ঝুপড়ি বাদ দিয়ে আমার বুকের উপরে আমার রক্ত দিয়ে আর একজন ছিনিমিনি খেলবে তা আমরা সহ্য করব না। নিউটাউনের যতগুলো হকার /দোকানদার আছে তার অধিকাংশই জমিহারা। বামফ্রন্ট আমলে তারা নিউটাউন গড়ে তোলার জন্য হিডকোকে জলের দামে (কাঠা প্রতি ৬০০০/৮০০০ টাকা) জমি- জায়গা প্রচুর দিয়েছে। যার যেটুকু ছিল হিডকো জমি দিয়ে তারা নিঃস্ব হয়ে গেছে। তাদের না ছিল চাকরি, না ছিল কোন অভিজ্ঞতা। বাধ্য হয়ে তারা ত্রিপল টাঙিয়ে, ছাতাটা নিয়ে রাস্তার পাশে চা বিক্রি করে তাদের বউ ছেলে মেয়েদের ভরণপোষণ করছে। অথচ এখানকার প্রশাসন কোন হকারকেই নিউটাউনে বসতে দেবে না। আস্তে আস্তে করে তাদের উপরে অত্যাচার-নিপীড়ন চলতে থাকলো। ঠিক সেই মুহূর্তে হকার সংগ্রাম কমিটি শক্তিমান ঘোষের নেতৃত্বে হকারদের অধিকার রক্ষার লড়াই করে তাঁদের নাম সরকারি খাতায় নথিভুক্ত করতে বাধ্য করেছে। প্রথম অবস্থায় কোন হকারকে এন.কে.ডি.এ.- হিডকো কোন অনুমোদন দেয়নি। পরে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এন.কে. ডি.এ.এবং মাননীয় ফিরহাদ হাকিম মহাশয় যিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র,তার প্রচেষ্টায় হকারদের নাম নথিভুক্তকরণ হয়েছে। অধিকাংশ হকারদের এখনো নথিভুক্ত হয়নি, সেজন্য আমাদের আন্দোলন চলছে। শক্তিদার অনুপ্রেরণায় এই হকার সংগ্রাম কমিটি নিউটাউনে এগিয়ে চলছে, এগিয়ে যাবে।

হকারদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দিন ২৬ আগস্ট

মুরাদ হোসেন

আগস্ট মাস। বিপ্লবের মাস। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে আগস্ট মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আগস্ট মাসের ২৬ তারিখও হকার আন্দোলনের জন্য ঐতিহাসিক দিন। আজ থেকে ৫৯ বছর আগে ১৯৬৭ সালে এই দিনেই প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা হকার্স মেনস ইউনিয়ন। ৭০-এর দশকে পশ্চিমবাংলার রাজনীতির অঙ্গনে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়িতে কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নকশাল রাজনীতির উত্থান ঘটে। বাংলার পড়ুয়াদের মধ্যে বড় একটা অংশ নকশাল আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়। মধ্য কলকাতায় যেহেতু বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, তাই এই অঞ্চল খুব সহজে, খুব দ্রুত নকশাল আন্দোলনের মধ্যমণি হয়ে ওঠে।

২৬ আগস্ট শক্তিমান ঘোষের জন্মদিন। শক্তিমানের পরিবারও যেহেতু স্বাধীনতা সংগ্রামে দীর্ঘকাল জড়িয়েছিল, তাই গোটা পরিবারে ছিল রাজনীতির চর্চার পরিবেশ। পরিবারের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হলেও ভাইদের প্রায় প্রত্যেকেই রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ার উদ্যমের অভাব হয় নি। ২৬ আগস্ট বৌবাজার থানার পুলিশ হকারদের ওপর অত্যাচার করছে, হকারদের মালপত্র গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের গালিগালাজ করছে। হকারদের এই অবস্থা দেখে শক্তিমান এগিয়ে এসে পুলিশের এই অন্যায় কাজের প্রতিবাদ জানায়। শুরুতে হকচকিয়ে গেলেও পুলিশ রণংদেহি চেহারা ধরে। শক্তিমান সেই হকারদের নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে গলা চড়াতে থাকে।

শক্তিমান ঘোষের সঙ্গে বাদানুবাদ তীব্র হতে দেখে আশেপাশের মানুষজন সাহস পেয়ে এসে অকুস্থলে হাজির হয়ে, লরি ঘিরে শক্তিমান ঘোষের সঙ্গে তারস্বরে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। শক্তিমান হকারদের পাশে পেয়ে লরিতে তোলা হকারদের মালপত্র নামায় এবং যে সব হকারকে পুলিশ গাড়িতে তুলেছিল, তাদেরও নামিয়ে নেয়। পুলিশের সাথে চলা এতক্ষণের বাদানুবাদের ফলে রাস্তায় পুলিশের গাড়ি ঘিরে ভিড় জমে যায়। তারাও প্রতিবাদ করতে থাকলে, বেগতিক দেখে পুলিশ ফাঁকা গাড়ি নিয়ে পিট্টান দেয়। জয় হল মানুষের, যৌথ প্রতিবাদের। ঐ দিনই শক্তিমান ঘোষের জন্মদিনে বিকেলবেলায় জড়ো হয়ে শক্তিমান ঘোষকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে ক্যালকাটা হকার্স মেন্স ইউনিয়ন গঠন করে। কিন্তু যে ইউনিয়নের নামের শুরুতেই হকার শব্দ বসেছে, সেই ইউনিয়নের পঞ্জীকরণ, রেজিস্ট্রেশনের দাবি ভদ্রবিত্ত সমাজ মেনে নেয় না। এই নিয়ে হকার, পুলিশ, পৌরসভার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে নামে হকার মেন্স ইউনিয়ন। শেষ পর্যন্ত হকার, হকার নেতার অদম্য ইচ্ছাশক্তির জয় হয়। ক্যালকাটা হকার্স মেন্স ইউনিয়নের নাম রেজিস্ট্রেশন হয়। ক্যালকাটা হকার্স মেন্স ইউনিয়নের প্রথম সফল গণআন্দোলন ছিল ১৯৮০র দশকে শিয়ালদা ফ্লাইওভার তৈরির সময় বামফ্রন্ট সরকারের হকার উচ্ছেদ পরিকল্পনার প্রতিবাদ। দীর্ঘ আন্দোলনে হকারদের জয় হয়। এরপর নয়ের দশকে বিশ্বঅর্থনীতি নতুন বদলের মুখে দাঁড়ায়। পুঁজিকে প্রাধান্য দেওয়ার যে রাজনীতির বিকাশ হচ্ছিল বিভিন্ন দেশে, যে পরিকল্পনার রূপায়ণ ঘটেছিল আমেরিকায়, সেই পরিকল্পনাকে যদিও আজ আমরা নয়া উদারনীতি হিসেবে জানি, কিন্তু সেদিন আমরা এর নাম শুনেছিলাম বিশ্বায়ণ। অর্থাৎ স্থানীয় অর্থনীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে কর্পোরেট অর্থনীতিকে এগিয়ে দেওয়া, তাকে পালন করা। বিশ্বায়ণের ধাক্কা লাগে নয়ের দশকে এসে কলকাতায় লাগে। শুরু হয় কলকাতাকে কেন্দ্রিয় সরকারের পরিকল্পনায় এওয়ান শহর বানানোর পরিকল্পনা। প্রথমেই ধাক্কা দেওয়া হল শহরের ফুটপাথ, খালপাড় আর খাটালকে। মেহনতি মানুষের সরকার কলকাতার রাস্তাকে আরও বেশি গাড়ি চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তুলতে ফুটপাথ কেটে ছোট করা, রাস্তা চওড়া করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম কোপ পড়ল হকারদের ওপর। সিদ্ধান্ত হল ফুটপথ থেকে হলার উচ্ছেদের। দিন্ধার্য করা হল ২৪ নভেম্বর। এক নতুন বৃত্ত সম্পন্ন হল ক্যালকাটা হকার্স মেন্স ইউনিয়নের। যে উচ্ছেদের মুখে দাঁড়িয়ে কলকাতার বৌবাজারের হকারেরা ২৫ বছর আগে একজোট হয়েছিল, নানান ছোট ছোট উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, আজ সেই হকার ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিশাল বড় রাষ্ট্রযন্ত্রের হুঙ্কারের বিরুদ্ধে কলকাতার সমস্ত হকার ইউনিয়নকে জড়ো করে তৈরি হল হকার সংগ্রাম কমিটি। আরও কিছু বছর পরে তৈরি হয় ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশন। আজ হকারদের কল্যাণে তৈরি হয়েছে হকার আইন, প্রোটেকশন অব লাইভলিহুড এন্ড রেগুলেশন অব স্ট্রিট ভেন্ডিং এক্ট ২০১৪।

কেন্দ্রীয় সরকারের আরবান ডেভলপমেন্ট ও পোভার্টি এলিভেশন দফতরের সাথে মিটিংয়ের রিপোর্ট

‘সরকার কি রাস্তার ফেরিওয়ালাদের কথা শুনবে’

জম্মু আনন্দ, বরিষ্ঠ সহ-সভাপতি, ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন

চারো বছর ধরে রাস্তার ফেরিওয়ালারা সেই দিনের অপেক্ষায় রয়েছে যখন দেশের সংসদ দ্বারা প্রণীত একটি বিপ্লবী এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মূলে থাকা আইন, স্ট্রিট ভেন্ডরস (জীবিকা সুরক্ষা এবং রাস্তার বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৪, কার্যকর হবে। এই আইনটি দেশের কোটি কোটি ফেরিওয়ালাদের মধ্যে আশা জাগিয়েছিল যে তারা কোনো ভয় বা রাষ্ট্রীয় সংস্থার অযাচিত হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারবে।

এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, কৃষির পরে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত, যা সবচেয়ে বেশি জীবিকা সৃষ্টি করে, আজও ক্ষমতাসীনদের দ্বারা অপমান ও অবহেলার শিকার। এই পরিস্থিতিতে ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের জাতীয় পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠনের দাবি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পৌর কর্তৃপক্ষ, পুলিশ এমনকি বিচারব্যবস্থাও একত্রিত হয়ে এই শক্তিশালী আইনটিকে অর্থহীন করে তুলতে তৎপর।

এটি করতে গিয়ে তারা এমন একটি সমাজে কাজ করছে বলে মনে করে যেখানে আইনের শাসনই নিয়ম। এই আইনটি দেশের ফেরিওয়ালাদের পাঁচ দশকের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পরে অস্তিত্বে এসেছে। ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন (এনএইচএফ) ছিল সেই প্রধান মঞ্চ যা দেশের ১২০০টিরও বেশি ফেরিওয়ালা সংগঠনকে এক ছাতার নীচে নিয়ে আসতে পেরেছিল।

এটি এমন একটি বিরল বিল যা সংসদে সব দলের সমর্থন পেয়েছিল, আদর্শগত বাধা অতিক্রম করে কোটি কোটি ফেরিওয়ালাদের সমর্থনে একযোগে কণ্ঠ দিয়েছিল। লোকসভার স্পিকার মিসেস গিরিজা ব্যাস, ক্ষমতাসীন দলের নেত্রী শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী, বিরোধী দলের নেত্রী মিসেস সুষমা স্বরাজ, শ্রমিক শ্রেণির অতুলনীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং এআইটিইউসি-র কমরেড গুরুদাস গুপ্ত এবং শেষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, শ্রী রাহুল গান্ধী - সকলেই একযোগে ফেরিওয়ালাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

তারা ফেরিওয়ালাদের অর্থনীতিতে অবদান এবং তাদের বেদনা ও স্বপ্ন বুঝতে পেরেছিলেন। এই খাত, যার দৈনিক টার্নওভার ৮০০০ কোটি টাকারও বেশি এবং ৮ কোটিরও বেশি জীবিকা সৃষ্টি করে, এখনও সেই দিনের অপেক্ষায় রয়েছে যখন তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং তাদের অবৈধ দখলদার হিসেবে অপমান করা হবে না। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, আইন প্রণয়নের পরে পরিস্থিতি উন্নতির পরিবর্তে আরও খারাপ হয়েছে। গত পাঁচ দশকে ফেরিওয়ালাদের যে নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা আইন কার্যকর হওয়ার পরের দশ বছরে বহুগুণ বেড়েছে।

এমনকি তৎকালীন চেয়ারম্যান শ্রী জগদম্বা পালের নেতৃত্বে নগর বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সংসদ সদস্যদের এবং ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের জাতীয় নেতা কমরেড শক্তিমান ঘোষ, ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অফ স্ট্রিট ভেন্ডার্সের শ্রী অরবিন্দ সিং-এর সঙ্গে বৈঠকে দেশজুড়ে স্ট্রিট ভেন্ডরস আইন ২০১৪-এর বাস্তবায়নের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছিল। কমরেড ঘোষ দেশের ফেরিওয়ালাদের উপর চলা লঙ্ঘন ও অপব্যবহারের বিষয়টি সামনে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আইনের বিধানগুলি কীভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে তা তিনি বৈঠকে রেকর্ডে এনেছিলেন।

নগর ও গৃহায়ণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, কর্তৃক একটি বিশাল প্রতিবেদন এবং স্থায়ী কমিটির বৈঠকের কার্যবিবরণীও প্রকাশিত হয়েছে। প্রাথমিক বছরগুলিতে এই আইনটি রাঁচিতে বাস্তবায়িত হয়েছিল। দিল্লিতে কিছুটা জরিপ করা হয়েছিল, যেখানে হকার সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে শক্তিশালী হকার আন্দোলনের কারণে পথচারী এবং ফেরিওয়ালাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি নীতি তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল, যেখানে এক-তৃতীয়াংশ জায়গা ফেরিওয়ালাদের জন্য এবং দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা পথচারীদের জন্য রাখা হয়েছিল।

পরিস্থিতি আরও প্রতিকূল হয়েছে বিভিন্ন আদালত এবং দেশের শীর্ষ আদালত “সুপ্রিম কোর্ট” কর্তৃক প্রকাশিত বিচারিক সন্ত্রাসের কারণে। সম্প্রতি নগর ও গৃহায়ণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিবের সঙ্গে নয়াদিল্লিতে একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে এনএইচএফ-এর জাতীয় নেতৃত্ব অংশ নিয়েছিল। বৈঠকে এনএইচএফ-এর প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে

ছিলেন জেনারেল সেক্রেটারি কমরেড ঘোষ। একুশটি রাজ্যের নেতারা অংশ নিয়ে প্রতিটি রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি রেকর্ড করেছেন।

এনএইচএফ ফেরিওয়ালা এবং আইন সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছে। যার মধ্যে রয়েছে: ১) রেলওয়ের মালিকানাধীন জমি ও প্রাঙ্গনে বিক্রয়কারী ৮০ লক্ষ ফেরিওয়ালাকে স্ট্রিট ভেন্ডরস আইন ২০১৪-এর আওতায় আনা, ২) জাতীয় মহাসড়ক, ক্যান্টনমেন্ট, বন্দর, শিল্প উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং মেট্রো রেল কর্পোরেশনের মতো স্বায়ত্তশাসিত বা স্বাধীন কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ এলাকায় স্ট্রিট ভেন্ডরস আইন ২০১৪ প্রয়োগ করা, ৩) প্রথমে জরিপ পরিচালনা করে, ভেন্ডিং সার্টিফিকেট ইস্যু করে টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠনের জন্য আইনে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা, ৪) জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্বলতা মোকাবেলা করা কারণ ফেরিওয়ালারা সরাসরি জলবায়ু ঝুঁকির সম্মুখীন, ৫) মহিলা ফেরিওয়ালাদের জন্য বিশেষ বিধান করা কারণ প্রচুর সংখ্যক মহিলা জীবিকা হিসেবে ফেরিওয়ালা বৃত্তি গ্রহণ করছে। বিশেষ বিধানের মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা, হয়রানি থেকে মুক্তি এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ৬) টাউন ভেন্ডিং কমিটির কার্যকারিতা জোরদার করা, যার মধ্যে রয়েছে কমিটির কার্যপ্রণালী, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, সভার ফ্রিকোয়েন্সি এবং রিপোর্টিং দায়িত্ব সহ বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করা।

অরুণাচল প্রদেশে ন্যাশনাল হকার্স ফেডারেশনের সর্বভারতীয় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে শক্তিমান ঘোষ ও অন্য প্রদেশের নেতৃত্ব

ভবতোষ সরকারের **সম্পাদনা**য় হকার সংগ্রাম কমিটির মুখপত্র ‘এই সময় মানবজমিন’ ১৬/১৭, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯ থেকে ২০২৫-এর আগস্ট সংখ্যা প্রকাশিত হল। **সম্পাদকমণ্ডলী** শক্তিমান ঘোষ, মুরাদ হোসেন, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, সুশোভন চ্যাটার্জী (সংকেত), সোনালী মুর্শেদ, বাবুসোনা মণ্ডল, কুশল, অত্রি ভট্টাচার্য, সুবলচন্দ্র সরদার, অনিতা দাস, রেখা মারিক, বিশ্বেন্দু নন্দ